এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

অক্টোবর ২০১১

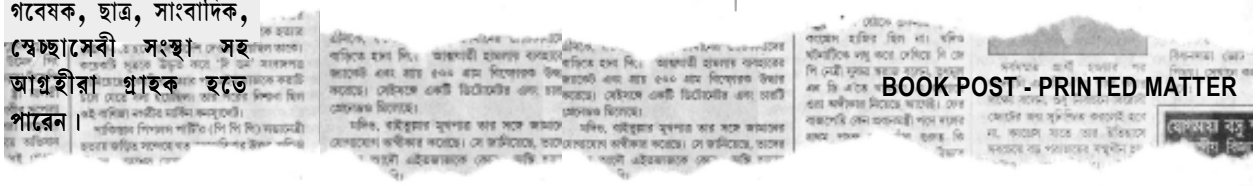

BOOK POST - PRINTED MATTER

কু-সংবাদ

১৭/৪২

ভারতে কুষ্ঠ ছড়ানোর বিপদঘণ্টা। বিপদঘণ্টা বাজিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ফি বছর ভারতে কুষ্ঠের শিকার ১,২০,০০০। যা বিশ্বে সর্বোচ্চ। দেশের ৬৩০টি জেলার ২০৯টিতে, এই রোগীর সংখ্যা উদ্বেগজনক। স্বাস্থ্যমন্ত্রক ২০০৬-এ কুষ্ঠ দেশ থেকে নির্মূল হয়েছে বলেছিল। ২০০৬-এর পর নতুন রোগী খোঁজা সরকার বন্ধ করে। তারপরেই এই সংক্রমণের ঘটনা।

দেখো অবস্থা !

১৭/৪৩

আত্মঘাতী কৃষকের পরিবারকে সরকার অনুদান দিতে বাধ্য। কিন্তু মহারাষ্ট্র সরকার অনুদান দিতে বাধ সেধেছিল। চারহাজার পরিবারকে এইভাবে তারা প্রথমে অনুদান দেয়নি। কারণ নাকি মৃত চাষির নামে কোনো জমির নথি নেই। গণমাধ্যমে এই খবর পেলে প্রতিক্রিয়া হয়। প্রতিক্রিয়ায় মহারাষ্ট্র সরকার শর্ত বদল করে।

উত্তম প্রস্তাব !

১৭/৪৪

জমি অধিগ্রহণ ও খাদ্য সংকুলান নিয়ে দেশজুড়ে প্রতিবাদের পরিমণ্ডল। এমন অবস্থায় পঞ্চায়েতীরাজ ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক কৃষির জন্য জমি সংরক্ষণের প্রস্তাব আনছে। মন্ত্রক এমন এক আইন চাইছে, যা দিয়ে রাজ্যগুলি তার ভূখণ্ডের সব থেকে উর্বর জমি 'সংরক্ষিত কৃষি অঞ্চল' বলে ঘোষণা করবে যা অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে না। আইনে বলা থাকবে জমির পরিমাণ মোট জমির ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ হবে, জমি বহু-ফসলি হবে আর সংলগ্ন এলাকায় কোনো দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প তৈরি করা যাবে না।

অ-সুন্দর

১৭/৪৫

সুন্দরবনের জল ও মাটিতে নুন বাড়ছে। নুন বাড়লে সুন্দরবনের উদ্ভিদ-বৈচিত্রে রদবদল হবে। সুন্দরী গাছ জন্মায় ১০ 'পার্টস পার থাউজ্যান্ড' পরিমাণ লবণে। নুন বাড়লে তা সুন্দরীর বিস্তারে বাধা হবে। কেবল সুন্দরী নয় আগামীদিনে বিপন্ন হবে পুরো ম্যানগ্রোভ, এমনই বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

তালপুকুর ?

১৭/৪৬

দেশে আর্থিক বিকাশের হার আট শতাংশ, কিন্তু কর্মসংস্থান আশানুরূপ নয়। এমন বলছে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য। তথ্য বলছে কর্মসংস্থানের চরিত্র মূলত অস্থায়ী, ফলে সংকট। তথ্য বলছে এই সংকট কর্মসংস্থানে, সংকট ক্ষুদ্র-প্রান্তিক ও ভূমিহীনের কাজের সুযোগে।

কী হবে ?

১৭/৪৭

জলবায়ু-বদলে মহাসাগরের জলে সংক্রমণ বাড়ছে। ফলে রোগে পড়ছে লক্ষ মানুষ। ব্রাসেলস-এ হালে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিজ্ঞানীরা এসব বলছেন। সভার বিষয় ছিল 'ক্লাইমেট চেঞ্চ অন দ্য ম্যারিন এনভায়রনমেন্ট'।

মহাসাগরের জলের তাপমাত্রা বাড়তে থাকায় 'ভাইব্রায়ো' নামে এক ব্যাকটেরিয়ার প্রকোপ বাড়ছে। এই ব্যাকটেরিয়া বিপজ্জনক। এই সংক্রমণ ঘটিত জল ও সামুদ্রিক খাদ্য খেয়ে উপকূলবাসীরা রোগের শিকার হচ্ছে। এইসব বলেছে ইংল্যান্ড, জার্মানি ও আমেরিকার এক বিজ্ঞানীদল।

ওষুধ খেতে মিছে বলা

১৭/৪৮

ওষুধ কোম্পানি রোগী ঠকাচ্ছে। একটা ওষুধ কিনে দুটো ওষুধ খেতে হচ্ছে। একটা ওষুধ রোগ কমতে, আর একটা এমনি। নরফেক্স টি জেড ডায়রিয়ার ওষুধ। এর মধ্যে আবার ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণরোধী ওষুধও আছে। এই ধরনের ওষুধের নাম ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন ড্রাগ। এই ধরনের ওষুধেরই বাজারে চল বেশি। ফল অকারণে বাড়তি অ্যান্টিবায়োটিক রোগী খাচ্ছে। ফলে যখন দরকার তখন এই অ্যান্টিবায়োটিক আর কাজ না করতে পারে।

হ্যান্ডসাম ! !

১৭/৪৯

জিনস কারবারি আদিদাস, নাইকি, পুমা চিন থেকে পোশাক বানিয়ে বিক্রি করছে। এইসব চিনা সংস্থা নাকি পোশাক তৈরিতে নিষিদ্ধ রাসায়নিক ব্যবহার করছে। যে রাসায়নিক ইউরোপ ও অন্যত্র নিষিদ্ধ। এই নিষিদ্ধ রাসায়নিক চিনে নদীর জল বিষিয়ে যাচ্ছে। এইসব নিয়ে পোশাক কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছে গ্রিনপিস।

হায় জগন্নাথ !

১৭/৫০

পুরীর সমুদ্রপাড় থেকে উৎখাত হচ্ছে মৎস্যজীবী। জেলে-নৌকা রাখতে, মাছ শুকোতে, নিলাম করতে, জাল সেলাই করতে-বুনতে সমুদ্র পাড় দরকার। এই ভাবে কাজ চলছে আবহমানকাল ধরে। কিন্তু এই কাজে বাধ সাধছে সমুদ্রপাড়ের হোটেল মালিক। তাদের নালিশ, এই মাছ থেকে কটু গন্ধ আসছে, তাদের ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। ন্যাশনাল ফিশার ওয়ার্কার্স ফোরামের প্রতিবাদ সরব হয়েছে। তারা 'তটভূমি বাঁচাও-মৎস্যজীবী বাঁচাও' বলে এক আন্দোলন শুরু করেছে।

সংকট

১৭/৫১

দেশে শকুন কমছে। কমছে নাটকীয়ভাবে। এর জন্য দায়ী ডাইক্লোফেনাক ওষুধ। ডাইক্লোফেনাক নিষিদ্ধ। কিন্তু ব্যবহার হচ্ছে অবাধে। ব্যবহার হচ্ছে গবাদি পশুর রোগ নিরাময়েও। এসব বলছে এগারোটি রাজ্যের আড়াইশো পশুরোগ ওষুধ ও সাধারণ ওষুধ নিয়ে তৈরি ২০০৭-২০১০-এর এক সমীক্ষা রিপোর্ট।

দৃষ্টান্ত

১৭/৫২

১৩৫ জনের ইকো-টাস্কফোর্স। এই টাস্কফোর্স তৈরি ২০০৭ সালে। ফোর্সে আছে টেরিটোরিয়াল আর্মির প্রাক্তন পদাতিকরা। এই টাস্ক ফোর্স কোকরাঝাড়ের চিরাং অরণ্যে ২০ লক্ষ গাছ লাগিয়েছে। এই টাস্ক ফোর্স এই কাজে বোরো জনগোষ্ঠীর ৭ হাজার মানুষকে অংশীদার করেছে। এই কাজ দেশের সেরা উদ্যোগের স্বীকৃতি পেয়েছে।

'সুরমা'-র মতো

১৭/৫৩

উত্তরপ্রদেশের সুরমা গ্রাম অরণ্যের পরিবেশ রক্ষার দীর্ঘদিনের সংগ্রামে জয়ী হল। সুরমা ঘিরি জেলায়। সংগ্রামের যোদ্ধারা 'থারুট' আদিবাসী। এইরকম কাজ দেশে প্রথম। ওখানে সরকার বনরক্ষায় বনবাসী-আদিবাসীর উৎখাত চাইছিল। 'সুরমা' আদিবাসীরা বহুদিন ধরে তার বিরুদ্ধে লড়াই করল। এই লড়াইয়ে পাশে গোলঝাঁঝি গ্রামও ছিল। তাদের লড়াইয়ের হাতিয়ার অরণ্যের অধিকার আইন ২০০৬। ঘিরির জেলাশাসক স্বয়ং গিয়ে ওখানে ৩৪৭টি পরিবারের হাতে জমির মালিকানা সঁপে দিয়েছে।

উচিত শিক্ষা !

১৭/৫৪

কেরালায় নারকেল পাড়ার লোক নেই। এর কারণ নাকি সাক্ষরতার হার। এখানে সাক্ষরতা একশো শতাংশে পৌঁছেছে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

সরকারের অনুমান, এইজন্যই কায়িক শ্রমের মানুষ কমছে। এইজন্য উপযুক্ত যন্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা আহূত হয়েছে। সেরা কাজের জন্য এক লাখ টাকার পুরস্কারের ঘোষণা হয়েছে।

বজ্রকন্ঠ

১৭/৫৫

তামিলনাড়ুর কোদানকুলামে মৎস্যজীবীরা পরমাণু চুল্লির নির্মাণের প্রতিবাদ করল। এই বিক্ষোভে অংশ নেওয়া মৎস্যজীবীর সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার। যার মধ্যে তিন হাজার মহিলারাও ছিল প্রতিবাদ করল একদিনের অনশন করে। এই দিন তারা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠায়নি, বন্ধ ছিল এলাকার দোকানপাটও। এই মানুষজনের সকলে উপকূলের ১১টি গ্রামের বাসিন্দা।

সবকি পসন্দ নিরমা ?

১৭/৫৬

গুজরাটে নিরমার ঝঞ্ঝাট। ঝঞ্ঝাট সিমেন্ট কারখানা ঘিরে। নিরমা গুজরাটের ভবনগর জেলায় এই কারখানা বানাবে ঠিক করেছিল। কিন্তু কারখানার জায়গাটা ঘোষিত জলাভূমি। এই নিয়ে ভবনগরের মানুষজন মামলা করেছিল। এই নিয়ে পরিবেশ ও বনমন্ত্রক নিরমাকে কারণ দর্শাতে বলে। কারণ জানাতে বলেছে শীর্ষ আদালতও।

তিক্ত অভিজ্ঞতা ?

১৭/৫৭

অস্ট্রেলিয়ায় নিমের কদর। অস্ট্রেলিয়ায় ১০০০ হেক্টর জমিতে নিম লাগানো হয়েছে। লাগানো হয়েছে কুইন্সল্যান্ডে এইজন্য চার মিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়েছে। ১১টি কোম্পানি নিমজাত সামগ্রী উৎপাদন ও বিপণনের কাজও করছে।

শক্তি শেল !

১৭/৫৮

শেল কোম্পানি ব্রাজিলে গিয়ে ইথানল বানাচ্ছে। ইথানল বানাচ্ছে আখের খেতে গিয়ে। এই আখের খেতের কাছে ব্রাজিলের গুয়ারানি জনজাতির বাস। ইথানল কারখানার জন্য গুয়ারানি শিশু ও বয়স্কের স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে, ক্ষতি হচ্ছে প্রাণীকুলে, লোপাট হচ্ছে বনৌষধি। কারণ এই ইথানল কারখানার বিষ। গুয়ারানি নেতারা এইসব কথা চিঠি লিখে শেল কোম্পানিকে জানিয়েছে। তারা শেল কোম্পানিকে ব্রাজিল ছাড়তে বলেছে।

আবার ! !

১৭/৫৯

ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহারে ক্ষতি। এই প্রযুক্তি লাগে ক্যামেরা বানাতে, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বানাতে, গাড়িতে, রান্নার সরঞ্জামে ও গদি বানাতে। এইসব জিনিস মাটিতে মেশে না, জল ও মাটি থেকে শরীরে যায় যা কোষের ঝিল্লিকে নষ্ট করতে পারে।

সানস্ক্রিন লোশন লোটাস হারবাল সেফ সান ব্যবহার করে, ন্যানো টাইটেনিয়াম-ডাই-অক্সাইড যা কোষের ডিএনএ-র ক্ষতি করে। অনেক ক্যান্সারের ওষুধ দেওয়া হয় ন্যানো টিউবে যে টিউবটাই কার্সিনোজেনিক। স্যামসাঙের ওয়াশিং মেশিনে আছে ন্যানো সিলভার কণা যা বেরিয়ে এলে পরিবেশের উপকারী ব্যাকেটেরিয়ার ক্ষতি করতে পারে।

হচ্ছেটা কী ?

১৭/৬০

কাপড় রং করার শিল্প আর ট্যানারি বিষিয়ে দিচ্ছে তামিলনাড়ুর ত্রিপুর, সালেম, নমক্কল, ইরোড আর কারুর। এই অঞ্চলগুলো তামিলনাড়ুর পশ্চিমে। বিষিয়ে যাচ্ছে এলাকার নদী, ভবানী, নয়াল ও কাবেরী ও সেচখাল কালীনাগারায়ান। দূষণ বিধি লঙ্ঘনের জন্য চেন্নাই হাইকোর্ট ৭০০ রং ও ব্লিচিং কারখানা বন্ধের আদেশ দিয়েছে। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি, দূষণ চলছে সমানতালে।

হিমাচলে বৃষ্টি এল...

১৭/৬১

হিমাচল প্রদেশে ঘরে ঘরে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা হবে। এই ব্যবস্থা হবে আগামী তিন বছরের মধ্যে। এমন কথা জানিয়েছেন হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী। ঘরে ঘরে এই ট্যাঙ্ক গড়তে হিমাচল সরকারের ঘর-প্রতি খরচ হবে ৫৮ হাজার ৮০০ টাকা। এর মধ্যে এই প্রকল্প ঘোষণার আগে আগেই রাজ্যের হামিরপুর এলাকার বাসিন্দারা স্ব-উদ্যোগে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা তৈরি করেছে। যা কাজ হিসেবে খুবই দৃষ্টান্তমূলক।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

তাই নাকি !

১৭/৬২

ক্যান্সার এড়াতে মুরগির মাংস ভালো, পাঠার মাংস খারাপ। ক্যান্সার এড়াতে হলুদ, লংকা ও স্যালাড ভালো। এসব জানাচ্ছে আমেরিকার ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট-এর গবেষকরা। আবার মাংস না খেলে, মদ কম খেলে, আঁশপ্রধান সবজি খেলে পায়ুর ক্যান্সার আটকানো যায় এমন বলছে আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ ক্যান্সার রিসার্চ।

কামান নয় পাতা

১৭/৬৩

নিসিন্দা দিয়ে ম্যালেরিয়া তাড়ানো যায়। নিসিন্দা মানে নিসিন্দা পাতা। এই পাতা দিয়ে নাশ করা যায় ডেঙ্গু ও ফাইলারিয়াসিস। নিসিন্দা পাতায় সমূলে নিকেশ হয় মশার লার্ভা। এমন বলছেন আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। এইসব তথ্য আবিষ্কার ২০০৭ সালের।

মনিং শোজ দ্য ডে

১৭/৬৪

দাঁতের মাজনে তামাক, এই তামাক পেয়েছে দিল্লি ইনস্টিটিউট অব ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ। বাজার চলতি দশটি গুঁড়ো মাজন ও চব্বিশটি ব্র্যান্ডের টিউব নিয়ে পরখ করা হয়েছে। তামাক পাওয়া গেছে তার মধ্যে এগারোটায়। পাওয়া গেছে বেশ ভালো পরিমাণ। সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া গেছে কোলগেটে—গ্রাম প্রতি ১৮ মিলিগ্রাম, নিম-তুলসীতে পাওয়া গেছে গ্রাম-প্রতি ১০ মিলিগ্রাম, ভিকোতে গ্রাম-প্রতি ০.০৫ মিলিগ্রাম, ডাবর রেডে গ্রাম প্রতি ০.০১ মিলিগ্রাম। একটা সিগারেটে থাকে গ্রাম প্রতি ২-৩ মিলিগ্রাম, সেখানে একটু টুথপেস্টে যে পরিমাণ তামাক থাকে তা নয়টি সিগারেটের সমান। এইসব তথ্য উঠে এসেছে এই পরীক্ষা থেকে।

ন তু ন | ব ই

■■

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

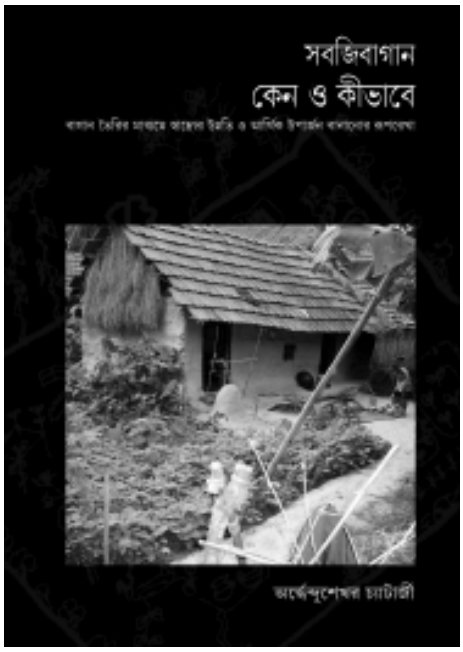

■■

১/১৬ ডিমাই সাইজে হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে ছাপা। পাতা সংখ্যা, ৪৫ পাতা, দাম ১৫ টাকা।

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু